ট্রাপিজিয়াম মানুষের আয়নারা

ট্রাপিজিয়াম
মানুষের
আয়নারা

তাসনুভা অরিন

বেঙ্গলবুকস

প্র কা শ ক
মাহমুদুল হাসান
বেঙ্গলবুকস
নোভা টাওয়ার, ২/১ নয়া পল্টন, ঢাকা ১০০০
বিশাল বুক কমপ্লেক্স, ৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : +88 01958519882, +88 01958519883

পরিবেশক : কিন্ডারবুকস, বেঙ্গলবুকস

বইটির কোনো অংশ বা সম্পূর্ণ বই কম্পোজ বা ফটোকপি আকারে বিক্রয় বা সরবরাহ অবৈধ। এ বইয়ের কোনো লেখা বা চিত্র হুবহু, পরিমার্জন বা পরিবর্ধন করে ছাপানো, এমনকি কোনো ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা কপিরাইট আইন, ২০২৩ অনুযায়ী দণ্ডনীয়।

ISBN : 978-984-99801-9-3

www.bengalbooks.com.bd
email : info@bengalbooks.com.bd

ট্রা পি জি য়া ম মা নু ষে র আ য় না রা
তাসনুভা অরিন

প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৫
কপিরাইট © লেখক
প্রচ্ছদ, অলঙ্করণ ও বইনকশা : আজহার ফরহাদ
বর্ণবিন্যাস ও কম্পিউটার গ্রাফিক্স : ক্রিয়েটিভ ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট
মুদ্রণ : কমলা প্রিন্টার্স, ৪১ তোপখানা রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
অনলাইন ডিস্ট্রিবিউটর : রকমারি ডট কম, বাতিঘর ডট কম
ভারতে পরিবেশক : ধ্যানবিন্দু, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা
যুক্তরাজ্য পরিবেশক : সংগীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক : মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

মূল্য : ৩২০ টাকা

Trapezium Manusher Aynara
by by Tasnuva Orin

First published in hardback in Bangladesh by BengalBooks in 2025
Text Copyright reserved by the Writer

Printed and bound in Bangladesh

উৎসর্গ

আব্বু
কে এ এইচ মাহমুদ

সূচি

ট্রাপিজিয়াম মানুষ ১৩-২০

আমি ঠিক মানুষ না, ছায়া দিয়ে তৈরি ধুতুরার রং ২৩-৩০

কিছুটা পানি পানির সাথে মিশবে না বলে পাতায় করে যাচ্ছিল ৩৩-৪০

তাসের ঘর ভাঙার সময় আওয়াজ হয় না ৪৩-৫০

মগজের ভেতর মানুষের গোরস্থান ৫৩-৬০

পারদের প্রলেপ ঘন হলে আয়নার মুখস্থ বিদ্যা বেড়ে যায় ৬৩-৭০

আপেল কাটার ছুরি দিয়ে মানুষ কেটো না ৭৩-৮০

রাত্রী আসে প্রেতাত্মার পোশাক পরে ৮৩-৯০

আমি বনফুল হারিয়ে ফেলেছি রক্তকরবীর মোহে ৯৩-১০০

প্রিয় মানুষের প্রতিধ্বনি ছাড়া আমি কে ১০৩-১১২

গ্র্যান্ড ডিজাইন ঠিক যতটা জ্যামিতিক ততটা অ-জ্যামিতিক। এখানে সব আছে। এই 'সব' একটি বহুমাত্রিক ধারণা। এর রূপ অখণ্ড এবং খণ্ডিত, সম্পূর্ণ এবং অসম্পূর্ণ। অখণ্ড হবার আশায় মানুষের রাতদিন সংস্কার নিজেকে আরও অপ্রাকৃতিক করে তোলে। অপ্রাকৃতিক কেউ কেউ কোনো এক বিশেষ কেন্দ্রের নেশায় বা ইশারায় অতি প্রাকৃতিক হয়ে উঠতে চায়, তা বোঝা যেমন জটিল, তেমনি এর প্রক্রিয়াও সহজ না।

দ্য ভিট্রুভিয়ান ম্যান ধারণা যে ডিভাইন প্রপরসন মেনে তৈরি, ট্রাপিজিয়াম মানুষ তার বিপরীতে অবস্থান করে। একজন ট্রাপিজিয়াম মানুষ বহু খণ্ডে খণ্ডিত।

প্রকৃতি নিয়মিত এবং অনিয়মিত, বদ্ধ এবং মুক্ত—বিপরীতে সাজানো। মানুষও তাই।

মানুষ যতই নিজেকে আদর্শ জ্যামিতিক কাঠামো ভাবুক না কেন, সে ভেতরে ভেতরে একজন বিষম ট্রাপিজিয়াম। অথচ তার বাসনা আদর্শ জ্যামিতিক প্রকাশ, যেমন—আয়ত, বর্গ, সামান্তরিক। সে তার ঘর-বাড়ি, রাস্তা-ঘাট সেই আদলে বানায়। কোথাও এতটুকু ভিন্নতা দেখলে পালটে ফেলে। পরিবর্তন করে নেয়। এটাই তার দ্বন্দ্ব এবং দণ্ড।

তার টানাপোড়েন 'ভিট্রুভিয়ান ম্যান' এবং 'ট্রাপিজিয়াম ম্যান'। সে তাই বনফুল হারিয়ে ফেলে রক্তকরবীর মোহে। তার তাসের ঘর ভাঙার সময় আওয়াজ হয় না। তার মনে হয় সে হয়তো মানুষ নয়, ছায়া দিয়ে তৈরি ধুতুরার রং। তার অভিমান তাকে নিঃসঙ্গ করে, তাকে বিচ্ছন্ন করে রাখে জাগতিক বিষয় থেকে, যা থেকে সে আদৌ বিচ্ছিন্ন নয়।

যেন সে এক ফোঁটা পানি, পানির সাথে মিশবে না বলে পাতায় করে চলে যায়। তার এই চলে যাওয়া তাকে রহস্যময় করে রাখে। সে সমাজে দশের সাথে মিলিয়ে যতবার দেখতে যায়, বুঝতে পারে, তাকে বোঝার কেউ নেই।

এতে তার আড়াল এবং জটিলতা আরও বাড়তে থাকে। কিন্তু সে মুছে যেতে চায় না, হারিয়ে যেতে চায় না। সে আয়নায় মুখ রেখে যেতে চায় স্মৃতির পারদকণায়।

এই ট্রাপিজিয়াম মানুষ বুঝতে পারে, মৃত্যুর ভেতর দিয়ে মানুষের মৃত্যু হয় না। সে বুঝতে পারে, প্রিয় মানুষের প্রতিধ্বনি ছাড়া সে কিছুই নয়।
ট্রাপিজিয়াম মানুষ হোক কিংবা ভিট্রুভিয়ান ম্যান, দৈহিক মৃত্যু অনিবার্য। তার ভাবনায় থাকে একটা সুন্দর জীবন যাপনের পর সহজ মৃত্যু। রাষ্ট্রের কাছে সে নিশ্চয়তা চায়। কিন্তু জানে, রাষ্ট্রের ক্ষমতার বলি তার মতো ট্রাপিজিয়াম মানুষেরা, যারা বোঝে না ছুরি দিয়ে আপেল কাটতে কাটতে রাষ্ট্র কীভাবে মানচিত্র কেটে খায়।

ট্রাপিজিয়াম মানুষেরা একে অপরের দিকে আয়না ধরে আছে। তাদের আয়নারা কবিতা। এই কবিতা বহুমাত্রিক এবং রহস্যময়। কারণ, এই বিশ্বপ্রকৃতি শিশুর চোখের মতো সরল, ক্রম পরিবর্তনশীল এবং স্ববিরোধী। কবিতাগুলো এইসব বোধের কোলাজ।

ট্রাপিজিয়াম মানুষ

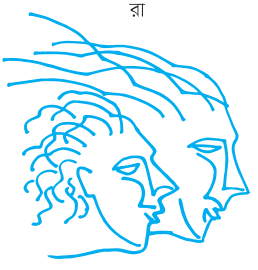

ট্রাপিজিয়াম মানুষের আয়নারা

আমি তার কাছে ফিরে
জমা দেব আমার মুগ্ধ চোখ।

দেখাবো
তাকে দেখতে গিয়েই ঝলসে গেছি
আনন্দে।

তাকে সাকারে পেয়েছিলাম মৃত্যুলোকে
নিরাকারে সে, না আলো না অন্ধকার।
মুখ আছে মন নেই, মন আছে মুখ নেই
শুনিয়ে গেছে তার কবিতা,
ট্রাপিজিয়াম মানুষের আয়নারা।

বৃত্তান্ত

সরলরেখা
ত্রিভুজ ভেঙে গেলে সরলরেখা
বৃত্ত ভেঙে গেলে সরলরেখা।

বৃত্ত
অথচ কোনো সরলরেখা বেশিক্ষণ রেখা থাকতে পারে না,
সরল থাকতে পারে না।
বৃত্ত হয়ে যায়।

ট্রাপিজিয়াম
নিঃসংকোচে চারটি অসমান সরলরেখা একসাথে
চতুর্ভুজ হয়ে আছে।

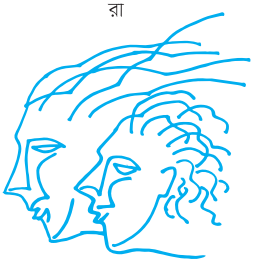

পরিচয়

প্রত্যেকের রবিনসন ক্রুসোর মতো নিঃসঙ্গ দ্বীপ আছে,
যেখানে প্রতিধ্বনি থেকে ধ্বনি আলাদা করে বাদুড়ের মতো পথ খুঁজতে হয়।
কেউ কারো গন্তব্য জানে না।
জানে না রঙিন সুতার শৈশব কীভাবে সাদা চাদর হয়ে যায়।
জানলে খেলনা ভাঙার খেলাই হতো দারুণ খেলা।
জানলে, মাটির নিচে ঘুমিয়ে যাবার দৃশ্যের অনুবাদ হয় না বলে
থেকে যেত অকবিতার কাতারে।

ঘড়িতে সময়ের মৃত্যু হলে মানুষের নিরিবিলি কাচ ভরে ওঠে পারদে।

জানি, অতীত সামনে আছে বলেই আবার দেখা হবে।

মিথুন পুরুষ

ত্রিভুজ পিরামিড হতে পারে
কিন্তু চতুর্ভুজ একটা ঘর।
যেন চারটি পথ দেয়াল তুলে
কোথাও যায় না আর।

পথ জানে একবার ঘর ছাড়লে ঘরে ফেরা দায়।

যাদের দামি তোষকের নিচে যত্নে বাড়ছে ছারপোকা
তারাও একদিন ছিল মিথুন পুরুষ।

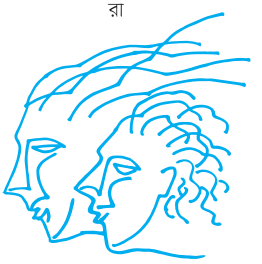

হ্যালির ধূমকেতু

হ্যালি
মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কোনো গ্রহাণুকে ধূমকেতু হতে বোলো না
তাকে যেতে দাও কৃষ্ণগহ্বরে
সে দেখেছে সকল বিজয়ী ঢেউ তীরে আসে মৃত্যুর প্রয়োজনে।

ছিয়াত্তর বছর পর পর তুমি যে ধূমকেতু পাঠাও—
আমার কাছে তাদের ছাই জমছে।
আমি হয়তো গ্রিসিয়ান আর্ন
ওরা সৌর রসায়ন না জেনেই জ্বলে যায়।

হ্যালি,
দুঃখ লবণাক্ত হয় ম্যানগ্রোভ সন্ধ্যায়
চেষ্টায় তৃষ্ণা নষ্ট হতে পারে
বিরহ দীর্ঘ হোক, হোক ক্লান্তিকর
লখিন্দর হয়ে বেঁচে থাকো মৃত্যুলোকে
গল্পটা গল্প থাক
আমি তো গিলে ফেলেছি তোমার সপ্তম ধূমকেতু।

সম্পর্কের জিও মেট্রোন

আমার প্রেমিকের বৌ ছিল, প্রেমিকা ছিল
আমাকে পাহারা দিত তার প্রেমিকা
আর বৌ পাহারা দিত তাকে।

আমরা ত্রিভুজ থেকে চতুর্ভুজ হয়ে ভাবছি
সম্পর্কের ট্রাপিজিয়াম স্ট্র্যাকচার ভালো, যেন
চারটা ভিন্ন ভিন্ন রেখা মিলেমিশে আছে।

প্রেমিকের প্রেমিকা ট্রাপিজিয়াম ভালোবাসে না
ভালোবাসে সরলরেখা।

এদিকে, ত্রিভুজ চক্রে ভালোবাসার ঐতিহ্য খোঁজে
প্রেমিকের বউ তথা 'বাচ্চার মা'।

আমরা বিবাদে জড়াই সম্পর্কের জিও মেট্রন নিয়ে
আমাদের প্রেম এসব বিবাদ-সহ হাসছে।
আমাদের সম্পর্কে আরও চরিত্র জমলে
আমরা হয়ে উঠবো ষড়্ভুজ।

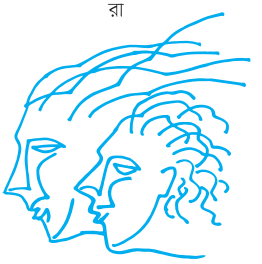

লুসিফারের সাথে

যদি জানতাম আগামীকাল পৃথিবী মরে যাবে
অনুরাগের দিনগুলো মনে করতাম।

লুসিফার বলছে
এখনো পৃথিবীর মৃত্যু হবে না
এখনো নারী পুরুষকে
আর পুরুষ নারীকে ভালোবাসে।

কারা যেন কদম বনে ঘুরে ফিরে মৌসুমি পাতা কুড়ায়।
ফুল আর ফুলে, মানুষ আর মানুষে দারুণ কোলাহল হয়।

এখনো ভ্রমরের উপেক্ষা নিয়ে ফুটে আছে গাছের যৌনাঙ্গ
অ-নিষিক্ত ফুলেরা সাবলীল নারীর খোঁপায়।

আমি ঠিক মানুষ না, ছায়া দিয়ে তৈরি ধুতুরার রং

অন্য গ্রহের ফুল

একটা সাপ সারা সকাল পেঁচিয়ে ছিল
সন্ধ্যায় আমি হিমঘরে,
ওদিকে চাঁদের পিঠে জমছিল সৌর ঘাম
বাতাস চৌচির ছায়া পাখির নিদানকালে।

ঘোর ভাঙে।
চোখ নিরাপদ গুহা জেনে
রৌরব নগরের সাপ ঢুকে যায়।

দৃষ্টি সংযতই থাকে
কেবল কাচঘরে ফুটছে অন্য গ্রহের ফুল।

নীল পালকের মানুষ

যমুনার গন্ধে নীল মানুষ
হাতগুলো ময়ূর ময়ূর
বায়ু বায়ু দিনে
ভেতরে আগুন উসকে ওঠে।

আলোতে আলোর অপব্যয় জেনে জোনাকি ঘুমায়।

হোক অপচয়
আলোর ভেতর আলো,
আগুনের ভেতর আগুন।
নাম হারিয়ে নামে,
পালকে পালকে সাজুক নীল মানুষ।

যেন অতৃপ্তি নেই কিছুতে।